গ্রন্থ-পরিচয়

মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম।। ডক্টর খোন্দকার সিরাজুল হক। বাংলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা।। মূল্য ঃ একশত টাকা।

রাষ্ট্রহিসাবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ওদেশে বাংলা গবেষণার ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোজিত হয়েছে। বাঙালী মুসলমান-সমাজ নব্যচিন্তার ক্ষেত্রে আদৌ যে একটি পিছিয়ে-পড়া অংশ নয়, এই বিভ্রান্তি অপনোদনের প্রয়োজন আছে। সে-কথা বিভিন্ন গবেষক বলেছেন দেখে আনন্দবোধ করছি। সেই বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের যুগেই হামেদ আলী 'বাসনা' পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩১৬) লিখেছিলেন, "আমাদের অনেকের মোহ ছুটে নাই। তাঁহারা বাঙ্গালার বাঁশবন ও আম্রকাননের মধ্যস্থিত পর্ণকুটিরে নিদ্রা যাইয়াও এখনও বোগদাদ, বোখারা, কাবুল, কান্দাহারের স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ আবার বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে মাতৃভাষা করিবার মোহে বিভোর।"

অধ্যাপক খোন্দকার সিরাজুল হক 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ'-এর ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন শুধু বঙ্গভাষাপ্রীতি নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুক্তিবাদকে অগ্রাধিকার দিয়ে 'শিখা' গোষ্ঠীর লেখকসমাজ বঙ্গ-সংস্কৃতির ভূমণ্ডলে কী বৃহৎ সাধনায় না ব্রতী হয়েছিলেন !

নৈষ্ঠিক সাহিত্য-সমালোচকেরা কেবল ধ্রুপদী বা আধুনিক সাহিত্যের রস ও রূপ বিশ্লেষণে নিজেদের সামর্থ্যকে সীমিত রাখেন। ভাবটা খানিক পরিমাণে এই রকম যে, সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় সমাজ প্রসঙ্গ কেন নাক গলাবে ! সুখের বিষয় এই সংকীর্ণবোধ আজ লুপ্ত হচ্ছে, বা তার প্রতিবাদী মত সম্মুখে এসে দাঁড়াচ্ছে। সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাভূমি হোল যে-জগতে, সেখানে কল্পনার পাশাপাশি মননের জন্যও একটি অঞ্চল ছেড়ে দিতে হয়। আজ সাময়িক পত্র-পত্রিকা থেকে

প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের কাজ বেশ ভালভাবেই চলছে। সংগ্রহ, সংকলন এবং তার ব্যাখ্যা সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে একাজে ডক্টর আনিসুজ্জামান, ডক্টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ও ডক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম সমভাবে উৎসাহী। তাঁদের নিষ্ঠা ও যোগ্যতার মূল্য আজ আর অস্বীকার করবার উপায় নেই। খোন্দকার সিরাজুল হক রচিত 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ : সমাজচিন্তা ও সাহিত্যকর্ম' এই ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। 'শিখা' পত্রিকার লেখকগোষ্ঠীর সাহিত্য-কর্মের উপর এতদিন পর্যন্ত যে-সব আলোচনা হয়েছে, তার অসম্পূর্ণতা দূর করার জন্য এ-বই এসেছে। এই প্রথম যেন একটা সামগ্রিক পরিচয় আমরা পাচ্ছি।

সাময়িক পত্র নিয়ে কাজ করা আর কোন সংঘ বা প্রতিষ্ঠান নিয়ে কাজ করা এক জাতীয় ব্যাপার নয়। পত্রিকাকে ভিত্তি করে যখন একটা সংগঠন গড়ে ওঠে, তখন তার গুরুত্ব আলাদা। সাময়িকপত্র ক্ষণ-মুহূর্তের সন্দেশ বিতরণ করে; কেবল প্রতিভাবান ব্যক্তিই সেই ক্ষণকালের বিবরণের মধ্যে ভাবীকালের আভাস দেখতে পান। এই রকম মেজাজ অনেক গবেষকেরই থাকে না। তাই শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে আজ পর্যন্ত সাময়িক পত্র বিষয়ে যত কাজ হয়েছে, তার মধ্যে সাময়িকতা আছে; কিন্তু কোন্ তথ্যটি ভবিষ্যতের বার্তাবাহী তার ইঙ্গিত দিতে তাঁরা সর্বদা সযতন হননা।

সাময়িক-পত্রের সংবাদ-সংকলন অনেকটা প্রাচীন পুথি-সম্পাদনার মত কাজ; তথ্যকে বিষয় পরম্পরায় সাজানো, প্রয়োজনীয় টীকা-টিপ্পনি সংযোজন---এই রকম আরও দুই-চারটি প্রয়োজনীয় তথ্য যোজনা করতে হয়। এই সব কাজে অর্থ ও যশ তেমন জোটে না। তবে যাঁরা দেশ ও জাতিকে ভালবাসেন, তাঁরা এই রকম কাজে উৎসাহবোধ করেন। কারণ অবহেলা করলে এই সব সম্পদ লুপ্ত হয়ে যাবে; আজ আমরা কাঁদলেও 'জ্ঞানান্বেষণে'র মূল ফাইল দেখতে পাই না, 'সংবাদ কৌমুদী'ও নাগালের বাইরে।

সংবাদপত্র থেকে তথ্য-সংকলন যেমন জরুরী, তার ব্যাখ্যাও একই প্রকার জরুরী। এতকাল একাজ যাঁরা করছিলেন, তাঁদের পাশে আর একটি নতুন নাম যুক্ত হোল।

এই গ্রন্থ তিনটি অধ্যায়ে ও চৌদ্দটি পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ। এছাড়া আছে উপসংহার ও একটি পরিশিষ্ট। পরিশিষ্টে 'মুসলিম সাহিত্য-সমাজ-'এর মুখপত্র 'শিখা'র সূচীপত্র দেওয়া হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে লেখক 'শিখা'-গোষ্ঠীর আন্দোলনকে এক ঐতিহাসিক পটে বিন্যস্ত করেছেন। এক্ষেত্রে কোন্‌টি মুক্ত আর কোনটি বা অর্গল্‌বদ্ধ তা দ্বিধাশূন্যভাবে দেখিয়েছেন। মৌলানা ওবেদী ও তাঁর শিষ্য আবদুল আজিজ তাঁর কাছে মর্যাদা পেয়েছেন। এটা ঘটেছে ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের হেতু নয়। এখানেও আদর্শনিষ্ঠা তাঁর বিচারবুদ্ধিকে শাসন করেছে।

বঙ্গভঙ্গ যুগে ঢাকার নাগরিকদের মনোভাব, বিশেষ করে নবাব পরিবারের দুইটি বিরোধী মতের উদ্ভব, এসব কথা তিনি জানাতে ইতস্তত করেন নি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ই এই গ্রন্থের মূল বিষয়। এখানে মাতৃভাষা, শিক্ষা-ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক সমস্যা, ললিতকলার চর্চা ও ধর্মীয় রীতিনীতির ব্যাখ্যা সম্পর্কিত ছয়টি পরিচ্ছেদ স্থান পেয়েছে। বিবিধ প্রশ্নে প্রবীণ সাংবাদিক আকরম খাঁ সাহেবের আক্রমণাত্মক বক্তব্য তিনি সাগ্রহে সংকলন করেছেন। এই 'শিখা' পত্রিকার সঙ্গে যে সাতজন বীর সেনানী যুক্ত ছিলেন, তাঁরা যে বিশেষ সম্মান পাবেন, তা খুবই সঙ্গত। কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, কাজী মোতাহার হোসেন, মোতাহের হোসেন চৌধুরী ও আবদুল কাদির উভয় বঙ্গেই শ্রদ্ধেয় চিন্তাবিদ-রূপে আদৃত। কাজী আনোয়ারুল কাদীরের পরিচয় তেমন সুবিদিত নয়। লেখক যত্নের সঙ্গে তাঁর পরিচয় লিখে আমাদের নজর কেড়েছেন। শিখা-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, অথচ তখন পূর্ববঙ্গের সংস্কৃতি-পরিমণ্ডলে যাঁরা ছিলেন মুক্তমনা লেখক, খোন্দকার মহাশয় তাঁদের প্রসঙ্গ সশ্রদ্ধভাবে বলেছেন। আমরা ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ ও ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের কথা বলছি।

'শিখা' পত্রিকার প্রকাশকাল মাত্র পাঁচ বৎসর। কিন্তু সময় সময়কে পরিমাপ করতে পারে না। সাহিত্য, সঙ্গীত, চিত্রকলা এবং ভাষানীতি নিয়ে যে তর্ক তাঁরা তুলেছিলেন, তার মূল্য আজও হ্রাস পায়নি। ভারত বাংলাদেশ উভয় ভূখণ্ডেই যুক্তি ও কুতর্ক সমান গুরুত্ব পাচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল, শিখা সেখানে নীরব দর্শক ছিল না। শিখা যে আলো বিতরণ করেছে, তাতে এই সব মূর্খতার জবাব হয়েছে। যাঁরা আমাদের মত বয়সে প্রবীণ, শিখা গোষ্ঠীর কারও কারও সঙ্গে ব্যক্তিগত সূত্রে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের কাছে এই গ্রন্থের একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। সদ্য মরে-যাওয়া বহু পূজ্য ব্যক্তির সান্নিধ্য যেন নতুন করে লাভ করলাম। শুধু এই একটি মাত্র কারণে আমি অধ্যাপক খোন্দকারকে কৃতজ্ঞতা জানাতে পারি। আত্মীয়দের স্মৃতি-তর্পণের দুর্লভ সুযোগ তিনি সৃষ্টি করে দিলেন।

'শিখা' ছিল বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের সৈনিক। এক অর্থে উনিশ শতকের 'জ্ঞানান্বেষণ', 'সংবাদ কৌমুদী', 'রিফর্মার' ও 'বেঙ্গল স্পেকটেটার' ও বিশ শতকের 'সবুজপত্র' ও 'পরিচয়ে'র উত্তরসূরী বা সহকারী। বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমান প্রশ্ন এখনও স্বীকৃতি পায়। যদিও বিশ শতকের শুরু থেকেই আমরা জেনে আসছি, আমরা প্রথমে মুসলমান বা হিন্দু নই, প্রথমে আমরা বাঙালী।

খোন্দকার মহাশয় এই বই লিখে প্রমাণ করতে পেরেছেন, আমরা প্রথমেই বাঙালী এবং সর্বশেষেও বাঙালী, সর্ববিধ সংকীর্ণতা ও অনুদারতার বিরোধী। সুখের বিষয় বর্তমান বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী-সমাজের বৃহত্তম অংশ 'শিখা'র আলোকরেখা ধরেই হাঁটছেন, এবং হাঁটছেন সম্মুখ পথেই। 'শিখা'র আয়ুষ্কাল ক্ষুদ্র; কিন্তু অনির্বাণ 'শিখা'। তাই ধ্যান থেকে কর্মে তার শপথ অনূদিত হচ্ছে। যেটুকু বাধা তা হোল রাজনীতিগত অর্থনীতিগত। সে-আলোচনার স্থান এটা নয়।

ডক্টর খোন্দকার সিরাজুল হকের এই বই সমাদৃত না হলে বিস্মিত হব। আশা করি সে-দুর্যোগ ঘটবে না।

সুরেশচন্দ্র মৈত্র